তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সিলেটের "ছোট মনি নিবাসে আছড়ে, বালিশচাপায় ২ মাসের শিশু হত্যা" সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্ন লিখিত তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়ঃ

ক। জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)(জেলা ও দায়রা জজ), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন.....(আহবায়ক)
খ। রেহেনা আক্তার, সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট.....(সদস্য)
গ। মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন, উপপরিচালক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন.....(সদস্য সচিব)

তথ্যানুসন্ধান কমিটির সদস্যবৃন্দ সভাপতির নেতৃত্বে ১৬ এবং ১৭ আগস্ট ২০২১ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং ছোট মনি নিবাসের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সিলেট সমাজসেবা কার্যালয়ের পরিচালক, উপপরিচালক এবং সহকারী পরিচালকদের সাথে কথা বলেন এবং জবানবন্দি গ্রহণ করেন। এছাড়াও, অথ্যানুসন্ধান কমিটির সদস্যবৃন্দ ছোটমনি নিবাসের নিবাসীদের সাথেও কথা বলেন। ছোটমনি নিবাসের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বক্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

নিবাস রঞ্জন দাস- উপপরিচালক

ছোট মনি নিবাসের কর্মকর্তা ২৩/০৭/২০২১ তারিখ সকাল ৮ টার দিকে আমাকে জানায় একটি বাচ্চা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেছে। তাকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি কি হয়েছে জিজ্ঞাস করলে বলে বাচ্চাটি কিছুদিন পূর্বে অসুস্থ ছিল। আমি আমার সহকারি পরিচালককে হাসপাতালে যেতে বলি। পরবর্তীতে জানতে পারি হাসপাতাল থেকে বাচ্চাটিকে ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে এবং অক্সিজেন দিয়ে রাখা হয়েছে। তার কিছুক্ষন পর আমাকে ফোন করে জানায় বাচ্চাটা মারা গেছে। তারপর আমি মৃত্যু সনদ নিতে বলি এবং বাচ্চাটির মৃতদেহ মর্চুয়াড়ীতে রাখতে বলি এবং ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করতে বলি। এর সাথে আমি পরিচালক বিভাগে সমাজসেবা কার্যালয়ের পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) এবং জেলা প্রশাসক মহোদয়কে জানাই। এরপর আমি জানতে পারি যে বাচ্চাটির দেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে তখন আমি ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করতে বলি। এরপর দিন ২৪ তারিখ সহকারি পরিচালক কে দিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করি এবং তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলি। ০১/০৮/২০২১ তারিখ প্রতিবেদন হাতে পাই এবং পরিচালক স্যারকে কিছু সুপারিশ দিয়ে অগ্রবর্তী করি। আমি অভিযুক্ত সুলতানা ফেরদৌসিকে দায়িত্ব থেকে বিরত রাখার জন্য অফিসকে নির্দেশনা দেই। ২৮ জুলাই আমার উপতত্ত্বাবধায়ক জানায় যে মামলার আইও সিসি টিভি ফুটেজ নিতে আসে। আমি একটি লিখিত নিয়ে সিসি টিভি ফুটেজ দিয়ে দিতে বলি। আমি জানতাম তারা নিয়ে গেছে। এই আমার জবানবন্দি।

মোঃ শাফিকুল ইসলাম-মেট্রোন কাম নার্স

২৩/০৭/২০২১ সকাল ৭:১১ মিনিটে আয়া সুলতানার সাথে আমার মোবাইলে যোগাযোগ হয়। তিনি জানান যে, বাচ্চা নড়াচড়া করছেনা, হাসপাতালে নিতে হবে। আপনি কি আসবেন? আমি তাকে হাসপাতাল যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বলি এবং আমি নিজেও অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। আমি দেখি যে তারা বের হয়ে গিয়েছে। আমি তাদের সি এন জি তে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাই। সকাল ৭:৩৫ মিনিটে ২১ নং ওয়ার্ডের শিশু বিভাগে ভর্তি করাই। এরমধ্যে উপতত্ত্বাবধায়ক এবং উপপরিচালক স্যারকে বিষয়টি অবহিত করি। কর্তব্যরত নার্স বাচ্চাটিকে পর্যবেক্ষন করেন। বাচ্চা নড়াচড়া না করায় তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে বলেন। আমি ডাক্তার খুজে নিয়ে আসি। ডাক্তার নার্সকে বাচ্চাটিকে ১ ঘন্টা অক্সিজেন দিয়ে অবজারবেশন করতে বলেন। এসময় উপতত্ত্বধায়ক এবং সহকারী পরিচালক নাজিম উদ্দিন স্যার হাসপাতালে যায়। উপপরিচালক সবার মোবাইলে যোগাযোগ রাখেন। ১ ঘন্টা পর ডাক্তার শিশু নাবিল আহমেদকে মৃত ঘোষনা করেন এবং কাগজে "brought dead" লিখেন। এই আমার বক্তব্য।

নাজিম উদ্দিন- সহকারি পরিচালক

২৩/০৭/২০২১ তারিখ ৭:৩০ দিকে ফোন করে রূপন দেব জানান একজন বাচ্চা অসুস্থ হয়ে গেছে। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করি কি হয়েছিল। তিনি জানান বাচ্চাটি দুই দিন পূর্বে জ্বর আর কাশিতে ভুগছিল এবং ওসমানি মেডিকেলের আউট ডোরে ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। এরপর আমি হাসপাতালে চলে যায়। হাসপাতালের ৫ তলা রুমে বাচ্চাটি অক্সিজেন মাস্কসহ শুয়েছিল। আমি দায়িত্বরত নার্সকে জিজ্ঞাস করি যে, কোন ডাক্তার দেখেছে কি-না? তারা জানায় ডাক্তার দেখেছে । আমি তখন দায়িত্বরত ডাক্তারের সাথে কথা বলি। ডাক্তার পুনরায় আমার সাথে এসে নাবিল কে দেখে। তখন তিনি জানান যে বাচ্চা জীবিত নেই। আমি মৃত্যু সনদ চায়। তিনি মৃত্যুর সনদ দিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, আমরা বাচ্চা রিসিভ করিনি। আমি বলি আপনারা

ইমার্জেন্সিতে ভর্তি নিয়ে বাচ্চা এক ঘন্টা অবজারবেশন রাখলেন তাহলে রিসিভ করলেন না কিভাবে। দায়িত্বরত ডাক্তার আমাদের সাথে থাকা নার্সের কাছ থেকে কাগজটি নিয়ে যায়। আমি কাগজটি ফেরৎ চাইলে তিনি দিতে অস্বীকার করেন এবং আমি অনেকক্ষন তাদের সাথে তর্কবির্তক করি। তারা আমাকে কাগজটির ছবি তুলতে বললে আমি ছবি তুলেছি। আমি ইমার্জেন্সিতে যেয়ে ডাক্তারের সাথে কথা বলি এবং বিষয়টি অবহিত করি। ইমার্জেন্সির ডাক্তার বাচ্চাকে পুনরায় পরীক্ষা করলেন। তখন সময় সকাল ৯:৩০ টা। উনি তখন আমাকে একটি স্লিপ দেন যেটিতে "brought dead" লেখা ছিল। পরে আমি উপপরিচালক স্যারের সাথে কথা বলি। স্যার আমাকে মৃত দেহ ফ্রিজে রাখার ব্যবস্থা করতে বলেন। আমি সবার সহায়তায় মৃতদেহ ফ্রিজে রাখি। আমি উপতত্ত্বধায়ককে সুরতহাল করার এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলি। উপতত্ত্বাবধায়ক আমাকে জানায় যে, সুরতহাল রিপোর্ট অনুসারে বাচ্চা আঘাত জনিত কারণে মারা গেছে। এরপর উপপরিচালকের সাথে কথা বলি এবং স্যার আমাকে দিয়ে একসদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেন। আমি ২৫/০৭/২০২১ তারিখ কাজ শুরু করি এবং ০১/০৮/২০২১ তারিখ তদন্ত কাজ শেষ করে প্রতিবেদন দাখিল করি। এই আমার জবানবন্দি।

রূপন দেব- উপতত্ত্বাবধায়ক (অ:দা:)

২৩/০৭/২০২১ তারিখ অফিস সহকারি আমাকে জানান যে, নাবিল কোন নড়াচড়া করছে না। অফিস সহকারিকে দায়িত্বরত আয়া জানান যে, নাবিল নড়াচড়া করছেনা। আমি ৮ টার সময় উপপরিচালক স্যারকে জানায় নাবিল নড়াচড়া করছেনা। আমি নাবিলকে হাসপাতালে ভর্তি করতে বলেছি এবং আমি হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। হাসপাতালে যেয়ে জানতে পারি নাবিলকে তাঁরা হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করেছে। আমি জানতে পারি হাসপাতালে তাঁকে অক্সিজেন দিয়ে এক ঘন্টা রাখা হয়েছে। এরপর ডাক্তার ঘোষনা করে যে "brought dead"। বিষয়টি আমি উপপরিচালক স্যারকে অবহিত করি। তাঁর পরামর্শে আমি বিষয়টি থানায় এবং এডিএম স্যারের কাছে সুরতহাল করার জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেট চাই। সেদিন সুরতহাল সম্পূর্ন হয়। আমরা হাসপাতালে নাবিলের মরদেহ রেখে আসি। এরপর ২৪/০৭/২০২১ তারিখ ময়না তদন্তের জন্য আবেদন করি। ময়না তদন্ত সম্পন্ন হলে সিটি করপোরেশনের মানিক পিরের টিলায় দাফন সম্পন্ন করা হয়। ২৩/০৭/২০২১ সুরতাল শেষ করার পর অফিসে এসে অভিযুক্ত আয়া সুলতানা ফেরদৌসি সিদ্দিকাকে প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব থেকে অব্যহতি প্রদান করি। এরপর উপপরিচালক স্যার তদন্ত কমিটি গঠন করলে সহকারি পরিচালকের সাথে সিসি টিভি ফুটেজ দেখে বিষয়টির সন্দেহ হলে শোকজ করি। ২৩/০৭/২০২১ তারিখ অপমৃত্যু মামলার আইও সিসি টিভির ফুটেজ নিতে চাইলে লিখিত দিয়ে নিয়ে যেতে বলি। ফাইলটি বড় হওয়ায় পেনড্রাইভে নিতে সমস্যা হচ্ছিল। মামলার আইও পরবর্তীতে এটি নিয়ে যাবার কথা বললেও নিতে আসেনি। আমি আইও এর সাথে আসা কনস্টেবল দেলোয়ার হোসেনকে ০৩/০৮/২০২১ তারিখ ফোন করে ফুটেজ নিয়ে যেতে বলি এবং ফরেনসিক বিভাগ থেকে আমাকে জানানো হয় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আমাকে দিবেনা। তিনি জানান মামলার আইও পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং নতুন আইও নিজেই যোগাযোগ করবেন। নতুন আইও মাহবুব আলম মন্ডল ১০/০৮/২০২১ তারিখ লিখিত আবেদন দিয়ে ভিডিও ফুটেজ নিয়ে যায় এবং মামলার অন্যান্য আলামত যেমন, বালিশ, রেজিস্টার নিয়ে যান।

হোসনা- বাবুর্চি

২৩/০৭/২০২১ শুক্রবার সকাল ৬:৩০ সময় এসে রুটি বানানো শুরু করি। আয়া সুলতানা ৭ টার সময় আমার কাছে যেয়ে বলে আপা একটু উপরে আসবেন একটা বাবু নড়াচড়া করছে না। আমি সাথে সাথে উপরে যেয়ে দেখি বাচ্চাটা কেমন করে যেন তাকিয়ে রয়েছে। বাচ্চাটি আমি ধরিনি। আমি অফিস সহকারি আপাকে বিষয়টি জানাতে বলি। আয়া সুলতানা বিষয়টি অফিস সহকারি আপাকে জানালে তিনি তারাতারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন। আমি নিচে এসে গার্ড সুভাষকে নাবিলের বিষয়টি বলি এবং তারাতারি উপরে যেতে বলি। এই আমার বক্তব্য ।

হোসনে আরা- অফিস সহকারী

২৩/০৭/২০২১ তারিখ ৭ টার দিকে আয়া সুলতানা ফোন দেয় যে আপা আমি নাবিলকে ৬ টার দিকে দুধ খাইয়েছি কিন্তু নাবিল এখন নড়াচড়া করছেনা। আমি সাথে সাথে তাদের নাবিলকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলি। এরপর তার সাথে থাকা বাবুর্চী হোসনাকে ফোনটি দেবার জন্য বলি। হোসনা বলে বাচ্চা নড়াচড়া করছেনা। এরপর আমি গার্ড সুভাষকে বিষয়টি জানাতে বলি। আমি উপতত্ত্বাবধায়ক এবং সহকারি পরিচালককে বিষয়টি অবহিত করি। এরপর আমি অফিসের পথে রওনা হই। অফিস আসার আগেই দেখি যে তারা হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। আমি হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হই। দায়িত্বরত আয়া, নার্স এবং গার্ড তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে। নাবিলকে অক্সিজেন দিয়ে রাখা হয়েছিল। আমাদের নার্স মোঃ শফিকুল ইসলামের কাছ থেকে শুনতে পায় ডাক্তাররা ১ ঘন্টা দেখতে চেয়েছেন। ১ ঘন্টার পর হাসপাতাল থেকে অক্সিজেন খুলে ফেলা হয়। এর পর সহকারি পরিচালক স্যার এবং উপতত্ত্বাবধায়ক সবকিছুর ব্যবস্থা করেছে। এই আমার জবানবন্দি।

সুভাষ- গার্ড

২৩/০৭/২০২১ তারিখ সকাল ৭ টার দিকে বাবুর্চি হোসনা আমাকে জানায় একটা বাচ্চার কি যেন সমস্যা হয়েছে। আমি বাচ্চাটিকে হাত দিয়ে দেখি শরীর ঠান্ডা। আমি বাচ্চাটিকে আয়া সুলতানাকে মেডিকেলের দিকে নিয়ে যেতে বলি। এরপর আমরা সবাই মিলে নাবিলকে নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এই আমার জবানবন্দি।

সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা (সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক কৃত তদন্ত প্রতিবেদন এবং সিসি ক্যামেরা ফুটেজ অনুসারে):

২২/০৭/২০২১ খ্রি: তারিখ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ০৯.৩০ মিনিট হতে ২৩/০৭/২০২১ খ্রি: তারিখ শুক্রবার সকাল ০৭.৩০ মিনিট পর্যন্ত সিসি টিভির ফুটেজ পর্যালোচনা করা হয়। সিসি টিভির ফুটেজ পর্যালোচনায় ২২/০৭/২০২১ খ্রি: তারিখ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ০৯.৫৭ মিনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত আয়া জনাব সুলতানা ফেরদৌসী শিশুদের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে এবং রাত ১০.০৭ মিনিটে দায়িত্বরত আয়া জনাব জমিলা খাতুন দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে শিশুদের শয়ন কক্ষ ত্যাগ করতে দেখা যায়। রাত ১০.০৯ মিনিটে জনাব মোসা: সুলতানা ফেরদৌসী সিদ্দিকা শিশু নাবিল আহমেদকে (০২ মাস ১২ দিন) পাশের একটি খাট হতে নাবিলের নির্ধারিত খাটে শিশুটির ডান হাতের গোড়ালি ধরে এক থেকে দেড় হাত উপর থেকে ছেড়ে দিয়ে উপুড় করে শুইয়ে নাবিলের পিঠের ওপর বালিশ রেখে দিয়ে স্থান ত্যাগ করার সময় একটি তোষক নিয়ে শিশুদের শয়ন কক্ষের বিপরীত প্রান্তে মেঝেতে শুয়ে পড়তে দেখা যায় (রাত ১০.১৭ মিনিট)।

দায়িত্বরত মোসা: সুলতানা ফেরদৌসী সিদ্দিকা রাত ১০.১৮ মিনিটে শোয়া থেকে উঠে পাশের শয়ন কক্ষে (কক্ষ নং ২০২) গিয়ে তার ওড়নার কর্ণারে বাঁধা চাবিরগুচ্ছ দিয়ে শিশুদের মারতে দেখা যায় এবং রাত ১০.৩০ মিনিটে শিশুদের শয়ন কক্ষ ২০১ এ এসে আবার শুয়ে পড়তে দেখা যায়। রাত ১০.৪৩ মিনিট পর্যন্ত জনাব মোসা: সুলতানা ফেরদৌসী সিদ্দিকা আবারও শোয়া থেকে উঠে শয়ন কক্ষ ২০২ এ এসে অবস্থান করে। তারপর ঐ কক্ষের লাইটের সুইচ বন্ধ করে ফোনে কথা বলতে বলতে শয়ন কক্ষ ২০১ এ এসে শিশু আনিকাকে দেখে (নাবিলের পাশের সিটে আনিকা) পুনরায় শুয়ে পড়তে দেখা যায়। রাত ১১.১৫ মিনিটে দায়িত্বরত আয়া আবারও শোয়া থেকে উঠে কক্ষ নং ২০২ এ গিয়ে জিহান নামের একটি শিশুকে লাঠি দিয়ে প্রহার করে শয়ন কক্ষ ২০১ এ গিয়ে আবার শুয়ে পড়তে দেখা যায়। ২২/০৭/২০২১ খ্রি: তারিখ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১.৪৪ মিনিটে দায়িত্বরত আয়া শোয়া থেকে উঠে পাশের কক্ষে (নং ২০২) গিয়ে জায়েদ নামে একটি শিশুকে চার/পাঁচটি কিল-ঘুষি মেরে শুয়ে রেখে আবারও তার পাতানো বিছানায় শুয়ে পড়ে। ২২/০৭/২০২১ খ্রি: তারিখ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২.১৩ মিনিটে দায়িত্বরত আয়া শিশু মো: আলীর(নাবিলের পাশে থাকা শিশু) মুখের ফিডার তার পাশের সিটে থাকা শিশু আনিকার মুখে দিয়ে নিজের জায়গায় চলে যেতে দেখা যায়। সর্বশেষ দায়িত্বরত আয়াকে ২২/০৭/২০২১ তারিখ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২.২৫ ও ২.২৮ মিনিটে শোয়া থেকে উঠতে দেখা যায়। তারপর তাকে (আয়া) ঘুমিয়ে পড়তে দেখা যায়। দীর্ঘ ৪/৫ ঘন্টা পরও দায়িত্বরত আয়া সুলতানা ফেরদৌসী সিদ্দিকা শিশু নাবিলের দিকে ফিরে তাকায়নি। কিন্তু রাত ১.২০ মিনিটের সময় ময়নুল নামে একটি শিশু মো: আলীর মুখের খাবার ঠিক করে দিয়ে ভিকটিম নাবিলের পিঠের ওপর রাখা বালিশ সরিয়ে দিতে দেখা যায়। তদন্তকালে সিসি টিভির ফুটেজ পর্যালোচনায় শিশু নাবিল আহমেদকে যে খাটে শোয়ানো হয়েছে তার বিপরীত প্রান্তের খাটে টানানো মশারীর কারণে ভিকটিম শিশু নাবিলের দু'পা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। এখানে উল্লেখ যে, সবগুলি বিছানায় মশারী টাঙ্গানো থাকলেও শিশু নাবিল যে বিছানায় ছিল সেই বিছানায় কোন মশারী টাঙ্গানো ছিলনা।

তদন্তকালে সিসি টিভির ফুটেজ পর্যালোচনায় দায়িত্বরত আয়া সুলতানা ফেরদৌসী সিদ্দিকা ২৩/০৭/২০২১ খ্রি: তারিখ ভোর ৫.৪০ মিনিটে ঘুম থেকে উঠে শিশুদের খাটের মশারী পর্যায়ক্রমিকভাবে খুলে ফেলার পর দু'পাশে দুটি বালিশসহ শিশু নাবিল আহমদকে পুরোপুরি উপুড় অবস্থায় দেখা যায়। সকাল ৫.৪৮ মিনিটে দায়িত্বরত আয়া শিশু মো: আলীকে ও ৫.৫০ মিনিটে শিশু আনিকাকে অপরিস্কার ফিডারে দুধ ভর্তি করে খেতে দেয়। ৬.০৫ মিনিটে শিশু নাবিল এর পাশে থাকা মো: আলীকে আবারো খাবার দেয় এবং ৬.১০ মিনিটে উক্ত আয়া অন্যান্য শিশুদের নিয়ে কিছু একটা খেতে দেখা যায়। সকাল ০৬.১৪ মি. হতে ০৬.১৯ মিনিট পর্যন্ত দায়িত্বরত আয়া মোবাইল ফোনে কথা বলে আবারো তার রাতের পাতানো বিছানায় শুয়ে কয়েকজন শিশুর দ্বারা সমস্ত শরীর মেসেজ করাতে দেখা যায়। ০৬.৪৭ মিনিটে উক্ত আয়া শিশুদের দিয়ে বিছানা গুটিয়ে ওয়াস রুমের দিকে যেতে দেখা যায়। ০৬.৫২ মিনিটে দায়িত্বরত আয়া সুলতানা ফেরদৌসী সিদ্দিকা আবারও মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে উপুড় হয়ে থাকা শিশু নাবিল আহমেদকে চিত করে নাক, মুখ কাপড় দিয়ে জোরালোভাবে মুছতে থাকে এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধরে জোরে ঝাঁকি দেয়, ০৬.৫৭ মিনিটে নাবিলের হাত, পা, ও কান ধরে অমানুষিকভাবে টানে, কোলে নিয়ে ফিডার ভর্তি দুধ

মুখে দিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা করে এবং শিশু নাবিলের গায়ের জামা পরিবর্তন করাসহ তাকে পরিস্কার করতে দেখা যায়। তারপর শিশু নাবিল আহমদ এর কোন রকম সাড়া-শব্দ না পেয়ে সকাল ০৭.০১ মিনিটে ফোন করতে দেখা যায়।

<u>পর্যালোচনা:</u>

ছোট মনি নিবাসের যাবতীয় কাগজাদি, সিসি টিভি ফুটেজ, কর্মকর্তা কর্মচারীদের বক্তব্য, অভিযুক্ত আয়া সুলতানা ফেরদৌসীর কারণ দর্শনোর জবাব ও নিবাসীদের মৌখিক বক্তব্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। ছোট মনি নিবাসে বর্তমান নিবাসীর সংখ্যাঃ ০৩ মাস থেকে ০৬ মাস মেয়ে শিশু ০১জন ও ছেলে শিশু ০১জন, ০৬ মাস থেকে ০১ বৎসরের মেয়ে শিশু ০২জন, ০১ বৎসর থেকে ০২ বৎসরের মেয়ে শিশু ০২জন, ০২ বৎসর থেকে ০৪ বৎসরের মেয়ে শিশু ০৩জন, ০৪ বৎসর থেকে ০৭ বৎসরের মেয়ে শিশু ১৪জন ও ছেলে শিশু ১৮জন, মোট = ৪১ জন। । উক্ত প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত ৬টি আয়া পোস্টের মধ্যে ৪ জন আয়া থাকলেও একজন বর্তমানে ঢাকায় সংযুক্ত রয়েছেন। বাচ্চাদের সার্বিক দেখাশোনার কাজ তিন জন আয়ার মাধ্যমে করা হয়। আয়াদের সাথে কথা বলে দেখা যায় যে, তারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছেন। ঘটনার রাতে মাত্র একজন আয়া দায়িত্বে ছিল। ৪১ জন শিশু পৃথক দুটি রুমে অবস্থান করে। সবার ভাষ্যমতে অভিযুক্ত আয়া মোসা: সুলতানা ফেরদৌসী সিদ্দিকা প্রেশারের রোগী ছিলেন। ছোটমনি নিবাসে ০ থেকে ৭ বছর পর্যন্ত শিশুদের রাখা হয়। ভিকটিম নাবিলের মত (২ মাস ১১/১২ দিন) বয়সের শিশুদের জন্য কোন আলাদা ব্যবস্থা দেখা যায়নি। আলোচ্য ঘটনা ঘটার পর জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, রাজবাড়ি, সিলেট থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত তদন্ত কর্মকর্তা ২২/০৭/২০২১ খ্রিঃ তারিখ রাত থেকে ২৩/০৭/২০২১ খ্রিঃ তারিখ সকাল ৭:৩০ মিনিট পর্যন্ত সিসি টিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তিনি সময় উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন ঘটনা পর্যালোচনা করে গেছেন(কপি সংযুক্ত)। তদন্তকারী কর্মকর্তার মন্তব্য এবং সিসি টিভি ফুটেজ পর্যালোচনায় শিশুদের এই ধরনের নির্যাতন শুধুমাত্র উদ্বেগ সৃষ্টি করেনা বরং নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষের অবহেলাও প্রমাণ করে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ যাতে অধীনস্ত কর্মচারীদের কার্যকলাপ মনিটর করতে পারে সেই জন্য সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়। ২২/০৭/২০২১ থেকে ২৩/০৭/২০২১ এর সিসি ক্যামেরা ফুটেজ থেকে এটি সহজেই অনুমেয় যে, উক্ত সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ইতোপূর্বে কখনই পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। আয়া কর্তৃক শিশুদের নির্যাতন কিংবা শিশুদের দিয়ে শরীর মালিশ করিয়ে নেয়া কখনই একদিনের বিষয় হতে পারেনা। প্রতিদিন একবার সিসি টিভি ফুটেজ পরীক্ষা করলে এ ধরনের অসংগতি পূর্বেই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হত। ছোটমনি নিবাসের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এর দায়ভার কোনভাবেই এড়িয়ে যেতে পারেননা। তথ্যানুসন্ধানের সময় আরো জানা যায় যে, ২০১৬ সালের পর থেকে উপতত্ত্বাবধায়ক পদটিতে স্থায়ী কেউ দায়িত্বপ্রাপ্ত হননি। গত ৫ বছর ধরে উপতত্ত্বাবধায়কের মত একটি গুরত্বপূর্ণ পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে একজন কর্মকর্তাকে রাখা হয়েছে। উপতত্ত্বাবধায়ক পদে একজন নিয়মিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদায়ন প্রয়োজন। শিশু নাবিলের হত্যার পর উপপরিচালক সমাজসেবা কার্যালয়, সিলেট এর গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে মোসাঃ সুলতানা ফেরদৌসী সিদ্দিকার দ্বারা এর পূর্বেও শিশুদের সাথে রুঢ় আচরণ, অশ্লীল ভাষায় বকাবকি, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে উদাসিনতা ও অবহেলার বিষয়টি উঠে এসেছে। এ ধরণের একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটার পরই কেন বিষয়টি উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে এলো? কেন তারা তাদের নিয়মিত দায়িত্বের অংশ হিসেবে বিষয়গুলোর পর্যবেক্ষণ করেননি তা বধোগম্য নয়। এখানেও ছোট মনি নিবাসের উপতত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বের অবহেলা পাওয়া যায়। শিশু নাবিল আহমেদের মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়ে প্রথমে অপমৃত্যু মামলা নম্বর ৪৫/২১; তারিখ:- ২৩/০৭/২০২১ দায়ের করা হয়। পরবর্তী সময়ে পুলিশ বাদী হয়ে শিশু নাবিল আহমেদ এর হত্যা বিষয়ে কোতয়ালী থানায় মামলা নম্বর ৩০ তারিখ ১৩/০৮/২০২১ ধারা- ৩০২/২০১/৩৪ পেনাল কোড দায়ের করে। মামলাটি বর্তমানে তদান্তাধীন। শিশু নাবিলের হত্যার বিষয়ে মামলা দায়ের হওয়ায় বিষয়টি বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক বিচার্য। শিশু নাবিলের সুরতহাল প্রতিবেদনে কপালের মাঝখানে একটি লাল আঘাতের চিহ্নের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। তথ্যানুসন্ধান কমিটি সরেজমিনে ছোট মনি নিবাসের শিশুদের থাকার বিছানা পরিদর্শনকালে বিছানার চারপাশে রডের তৈরি রেলিং দেখতে পায়। উক্ত রডের বেড়ার চার কোন বেশ তিক্ষ্ণ মর্মেই কমিটির নিকট মনে হয়েছে। বাচ্চাদের শোবার স্থানে লোহার তৈরি এ ধরনের জিনিস তাদের জন্য হুমকি হয়ে দাড়াতে পারে। লোহার পরিবর্তে এস এস স্টিল এর গোল অথবা বাচ্চাদের জন্য সহায়ক এমন ধরনের রেলিং করা যেতে পারে যাতে ভবিষ্যতে এই ধরণের দুর্ঘটনা না ঘটতে পারে বা কোন বাচ্চা যাতে আঘাত প্রাপ্ত না হয়। ভারপ্রাপ্ত উপতত্ত্বাবধায়ক রূপন দেব শিশু নাবিলের মৃত্যুর পর তাহার অফিসের স্মারক নম্বর: ৪১.০১.৯১০০.০১৮.০৪.০২৭.০৩-৬৫ তারিখ:২৩/০৭/২০২১খ্রিঃ মূলে স্থানীয় থানাকে মৃত্যুর বিষয়টি অবগত করা ছাড়া অন্যকোন আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। যদিও তদন্তে জানা যায় শিশু নাবিলের মৃত্যুর পরপরই অফিসে এসে সিসি টিভি ফুটেজ সংগ্রহ পূর্বক পর্যালোচনা করে দায়িত্ব প্রাপ্ত আয়া সুলতানা ফেরদৌসী এর দায়িত্বে স্পষ্ট অবহেলা লক্ষ্য করেন। কিন্তু এ বিষয়ে অভিযুক্ত আয়াকে ০২ দিন পরে কারণ দর্শানো ছাড়া অন্যকোন আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। এমন কি মৌখিক জিজ্ঞাসাবাদের আরো জানা যায় তার বিষয়টি বাইরে কাউকে না জানানোর জন্য বলেন ও ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। অর্থ্যাৎ ছোটমণি নিবাস এর সকল কর্মকর্তাকর্মচারী বিষয়টি নিয়ে আইনী জটিলতার এড়াতে চেয়েছিলেন যা অত্যন্ত দুঃখ জনক। তবে লাশের সুরতহাল প্রস্তুতকারী ম্যাজিস্ট্রেট মৃত নাবিলের লাশ দেখার পরে তার মৃত্যু স্বাভাবিক মনে না হওয়ায় এবং এটি হত্যা ও অবহেলা জনিত মৃত্যু সন্দেহ হওয়ায় তিনি লাশটি ময়না তদন্তের জন্য সুরতহাল রিপোর্টে উল্লেখ করেন। সুরতহাল রিপোর্টে দেখা যায় লাশের শরীরে সমস্ত রক্ত মুখ পেট অর্থাৎ উল্টোপাশে জমা হয়েছে। লাশের কপালে ক্ষত চিহ্ন আছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত আয়া সুলতানা পারভীনকে যে কারণ দর্শানো হয় সেখানে শিশু নাবিলের কপালের জখমের কথা উল্লেখ নাই। নাবিল হত্যা মামলার আইও মোহাম্মদ ইয়াছিন কে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় নাবিলের কপালের উক্ত জখমটি (ছবি সংযুক্ত) অভিযুক্ত নিজেই আগের দিন রাতে অসাবধানবসত বেডে শোয়াতে গিয়ে লোহার রেলিং এর সাথে লেগে হয় মর্মে আদালতের সম্মুখে স্বীকার করেছেন। সেক্ষেত্রে শিশু নাবিল উক্ত আঘাতের কারণে

নিশ্চয় অনেক কান্নাকাটি করেছিলেন। কিন্তু অভিযুক্ত আয়া তাকে উপুর করে রেখে পিঠে বালিশ চাপা দিয়ে চলে আসার পরে আর তাকে দেখেননি। দুই মাস এগার দিন বয়সের বাচ্চার যেখানে সার্বোক্ষণিক দেখভাল প্রয়োজন সেখানে যে প্রায় গোটা রাত তার নিকট যাননি। যদিও সিসি টিভি ফুটেজে শব্দ শোনা যায় না তবে বোঝা যায় যে কান্নাকাটি এবং পা নড়াচড়া করতে করতেই সে মৃত্যু বরণ করেন কিন্তু আয়া রুমে থাকা স্বত্বেও সেখানে যাননি। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ অনুসারে দেখা যায় যে, আয়া সুলতানা ফেরদৌসী সকাল বেলা শিশু নাবিলেরমুখে জোর করে দুধের ফিডার দেবার চেষ্টা করছিলেন এবং জোরে জোরে মুখমন্ডল পরিস্কারের চেষ্টা করছে। তার উদ্বিগ্নতা এবং কর্মচারীদের জবানবন্দী থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, বাচ্চাটি পূর্বেই মারা গিয়েছিল এবং বিষয়টি ডাক্তারি সদন থেকেও প্রতীয়মান। ডাক্তারি সনদে "brought dead" উল্লেখ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। পুলিশ ইউডি মামলা তদন্ত করতে গিয়ে শিশু নাবিলের মৃত্যু অবহেলা জনিত হত্যা প্রতীয়মান হওয়ায় একটি হত্যা মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেন। অভিযুক্ত আয়া সুলতানা ফেরদৌসীকে হেফাজতে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করেন। অভিযুক্ত সুলতানা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে নিজের দোষ স্বীকার করে জবানবন্দি করেন মর্মে জানা যায়। এক্ষেত্রে সিলেট মহানগর পুলিশের ভূমিকা প্রশংসনীয় বলা যায়। উক্ত মামলা দায়েরের পরেই গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে তা কমিশনের নজরে আসে।

<u>সুপারিশঃ</u>

১। শিশু নাবিল আহমেদ (২ মাস ১২ দিন)- এর হত্যা মামলার তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করে বিজ্ঞ আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করতে জননিরাপত্তা বিভাগ/ পুলিশ মহাপরিদর্শক-কে বলা যেতে পারে।

২। দায়িত্বে অবহেলার কারণে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তরকে বলা যেতে পারে।

৩। এ ধারণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেজন্য সিসি ক্যামেরার ফুটেজ নিয়মিত পরীক্ষা করে বাচ্চাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তরকে বলা যেতে পারে।

৪। উপতত্ত্বাবধায়কের পোস্টটি দীর্ঘদিন থেকে খালি, এই পোস্টে একজন কর্মকর্তার পদায়নে মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তরকে বলা যেতে পারে।

৫। বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্য মাত্র তিনজন আয়া রয়েছে। উক্ত তিনজন আয়া পর্যাপ্ত নয় মর্মে কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয়। ছোটমনি নিবাসে পর্যাপ্ত পরিমান লোকবল নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়াও, পরিদর্শন কালে দেখা যায় কর্মরত আয়াদের বয়স ৫৫ উর্দ্ধে। বাচ্চাদের যত্নে প্রশিক্ষিত কিছু আয়ার দ্রুত নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৬। দেশের প্রতিটি ছোটমনি নিবাসে একজন ডাক্তার নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৭। ছোটমনি নিবাসের বিছানার রেলিং লোহার পরিবর্তে শিশু বান্ধব করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে

(মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন)
উপ-পরিচালক
ও
সদস্য সচিব
তথ্যানুসন্ধান কমিটি
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

(রেহেনা আক্তার)
সহকারী কমিশনার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট।

(মোঃ আশরাফুল আলম)
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
(জেলা ও দায়রা জজ)
ও
আহবায়ক
তথ্যানুসন্ধান কমিটি।
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
সুরক্ষিত হবে মানবাধিকার

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd, ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

সিলেট জেলার বাগবাড়িতে অবস্থিত ছোটমনি নিবাসে শিশু হত্যা অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তথ্যানুসন্ধান কমিটির দাখিলকৃত সুপারিশের সাথে ৯৬তম কমিশন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে কমিশন কর্তৃক সংযোজনকৃত **সুপারিশ** নিম্নরূপঃ

- আয়া নিয়োগ করার সময় শিশু বান্ধব আয়া নিয়োগ করা; এবং
- সিসি ক্যামেরার ফুটেজ কেন্দ্র থেকে মনিটর করা।